যুগান্তর

তারিখ 23 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

দোহারের বেগম আয়শা পাইলট বালিকা বিদ্যালয়

৫৬ বছরের বিদ্যাপীঠকে সরকারি করার জোর দাবি এলাকাবাসীর

যুগান্তর রিপোর্ট, *নবাবগঞ্জ*

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর' বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানের যথার্থতা প্রমাণ করে। এ কারণেই সমাজ, দেশ ও বিশ্ব আজ উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এগিয়ে এসেছেন নারীরা। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া তাই নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাঙালি নারী সমাজকে তিনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে গ্রাম থেকে শহর অবধি সংগ্রাম করেছেন। অন্ধকার থেকে নারীকে

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আলোর পথে চলতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার সেই পথ ধরেই ১৯৬১ সালে ঢাকার অতি নিকটে দোহার উপজেলার জয়পাড়া এলাকায় ইছামতি নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয় বেগম আয়শা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ৫৭ বছরে পা দিয়েছে। নদীভাঙন কবলিত কৃষিভিত্তিক এ অঞ্চলের সাধারণ ঘরের মেয়েরা যাতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করতে পারেন, সেজন্য বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দেশ গড়ার মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১ একর ৪৮ শতাংশ জমির ওপর এলাকার শিক্ষানুরাগী আলহাজ মো. আসালত মিয়ার সহধর্মিণী বেগম আয়শার নামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকে দোহারে নারী শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এলাকাসীর জোর দাবি, বিদ্যালয়টি সরকারি করতে হবে।

বিদ্যালয়টি শুরুতে মাত্র আট ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। শিক্ষক আছেন ৩৫ জন। ৪টি পাকা ভবনে ২০টি কক্ষ এবং টিন শেড ৫টি ভবনে ১৪টি কক্ষ রয়েছে। কর্মচারী রয়েছেন ৯ জন। শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়টি খেলাধুলা ও সংস্কৃতিতে অনেক এগিয়ে।

সরেজমিন জানা গেছে, দোহারের প্রাণ কেন্দ্র জয়পাড়ায় বেগম আয়শা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিদ্যালয়ে রয়েছে খেলার মাঠ। চারদিক সবুজের সমারোহ। অনেকটাই কোলাহল মুক্ত পরিবেশে চলে পাঠদান। বিগত ৫ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে পাসের গড় হার শতকরা ৮১ ভাগ। তবে দোহারের বেশিরভাগ পরিবার ইউরোপসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এজন্য অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণে তাদের সন্তানরা ঢাকার নামিদামি স্কুলে পড়ালেখা করছে। ফলে স্থানীয় সাধারণ কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণীর পরিবারের মেয়েদের সংখ্যাই এখানে বেশি। এলাকাবাসী বিদ্যালয়টি দ্রুত সরকারি করার জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুলছুম বেগম বলেন, সরকার মেয়েদের উপবৃত্তির টাকা দেয় মাত্র ৩০ ভাগ। কিন্তু স্কুলের প্রায় ৬০-৭০ ভাগ মেয়েই গরিব পরিবারের। তাই সরকার বিদ্যালয়টি সরকারি করলে এ অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা পড়ালেখায় বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবে। এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) এবং সাবেক মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। যাতে এমপির সার্বিক প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণের তালিকায় স্থান পায়।

বিদ্যালয়ের সভাপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের বেয়াই মো. হাশেম আলী বলেন, দোহারের এই একটিমাত্র বালিকা বিদ্যালয় সুনামের সঙ্গে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যালয়টি সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়ে দোহারের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষকরা জানান, এ বিদ্যালয় থেকে গত অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে অনেক মেধাবী ও গুণীজন তৈরি হয়েছেন। যারা দেশ ও দেশের বাইরে মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষকসহ নানা পেশায় তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।